The Bangladesh Times

তারিখ 4/7/79
পৃষ্ঠা 2 ... 1

108

বাবুল শিশু শিক্ষালয় প্রসঙ্গে

গত ২৯শে জুন দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র কলামে শহীদ বাবুল শিশু শিক্ষালয় প্রসঙ্গে 'জনৈক অভিভাবক' কর্তৃক স্কুল সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করিতে যাইয়া স্কুলের অধ্যক্ষাকে যেভাবে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করিয়াছেন তাহাতে নিম্নরুচী ছাড়া আর কিছুই পেশ করা হয় নাই।

স্কুলের স্বার্থে আমাকে কতকগুলি বক্তব্য সবার সামনে তুলিয়া ধরিতে হইতেছে যেহেতু তার সম্পূর্ণ বক্তব্যই ভুল এবং অসার।

প্রথমতঃ, তিনি জানেন না স্কুলে অদ্যাবধি কতজন ছাত্র-ছাত্রী আছে। দ্বিতীয়তঃ কোন্ শ্রেণীতে কত টাকা বেতন নেওয়া হয়। এমনকি জানুয়ারী মাসে কত টাকা সেশান চার্জ কোন্ ক্লাস হইতে নেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতির দুই লক্ষ টাকা অনুদানের মাধ্যমে এতবড় একটা দোতলা বিল্ডিং হইল, তার সঙ্গে তিনফুট দেওয়াল ছয়ফুট হইল কাঁটাতারযুক্ত, তাও তাঁর নজরে পড়ে নাই। এছাড়া তিনি, স্কুলের অধ্যক্ষা ও অন্য শিক্ষিকারা কখন ছুটি নেবেন, আসিবেন, যাইবেন, তিনি তাহারও কৈফিয়ত তলব করিয়াছেন। তিনি সামান্য সেশান চার্জ কথাটা যদি নাইই বোঝেন, সরাসরি অফিসে আসিয়া এ কথাটার অর্থ বুঝিতে পারিতেন।

গত জানুয়ারী মাসে প্রত্যেক ক্লাস থেকেই চলতি মাসের বেতন ২৫ টাকাসহ পিকনিক বাবদ ১০ টাকা, শিক্ষা সফর ১০ টাকা, উন্নয়ন ও সংস্কার বাবদ ২৫ টাকা ও বিদ্যুৎ বাবদ ৫ টাকা মোট ৭৫ টাকা পুরাতন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে এবং নুতন ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে ভর্তি ফি বাবদ ২৫ টাকাসহ ১০০ টাকা নেওয়া হয়। চলতি বছরের জুলাই মাসে, তিন পরীক্ষার ফি বাবদ ২০ টাকা, মিলাদ ৫ টাকা, ক্রীড়া ১০ টাকা ও অভিভাবক দিবস ও অনুষ্ঠানাদি উদযাপন বাবদ ১৫ টাকা এবং জুলাই মাসের বেতন ২৫ টাকা মোট ৭৫ টাকা দিতে হইবে, তাহা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদেরই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এছাড়া প্রত্যেক অভিভাবকরাই স্কুলের প্রসপেকটাস বা পরিচিতি পত্রের মাধ্যমে তা সঠিকভাবে জানিতে পারেন। একমাত্র স্কুল সম্প্রসারণের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ করার জন্য রাষ্ট্রপতির অনুদান গৃহীত হয় নাই। এ টাকা প্রত্যেক কিস্তিতে শেষ হওয়ার পর স্থানীয় এলাকার কমিশনার ঢাকা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মেয়র ও ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাহী প্রকৌশলী সুষ্ঠু তদারক করিয়া গিয়াছেন। বিগত ৭৬ সন থেকে অদ্যাবধি আমরা রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জনাব ডঃ এ, রশিদের অনুদান এক হাজার টাকা ও রাষ্ট্রপতির এক লক্ষ টাকা অনুদান ছাড়া কোন মহল থেকেই কোন টাকা পাই নাই একমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন ছাড়া। স্কুল পরিচিতি পত্রে বিগত তিন বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব অডিট রিপোর্ট-এ তুলিয়া ধরা হইয়াছে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা ৩৫১ জন।

জনৈক 'অভিভাবকের' যদি আমার প্রতি কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ থাকে তাহা হইলে তিনি একটা সুষ্ঠু, সুন্দর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিসাধন না করিয়া যেন অন্যভাবে প্রতিশোধ নেন।

—বেগম আরজিনা, অধ্যক্ষা, শহীদ বাবুল শিশু শিক্ষালয়, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, ঢাকা।

শরীরচর্চা শিক্ষকদের দাবী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক সাহেবের ২৫ নং বিজ্ঞপ্তির মর্মানুযায়ী উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজসমূহের শরীরচর্চা প্রশিক্ষকগণকে শিক্ষকরূপে গণ্য করা হইবে না। কলেজ পর্যায়ে কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগের মত শরীরচর্চা বিভাগটিও অতি গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সাথে সাথে দৈহিক ও মানসিক উন্নতি বিধানে সহায়ক এই শরীরচর্চা। তাই পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে শরীরচর্চা শিক্ষা অন্যান্য শিক্ষার সমান গুরুত্ব বহন করে।

রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলি খেলাধূলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মুখর থাকিলেও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ইহা এখনও অবহেলার স্তরেই রহিয়া গিয়াছে। তাহাদের দৃষ্টিতে একজন শরীরচর্চা শিক্ষক একজন করণিকের সমকক্ষ। উদাহরণস্বরূপ বেসরকারী কলেজের একজন বি, এ পাস করণিক এবং একজন বি, পি, এড, ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষক কল্যাণভাতা পান মাসিক ১৭৫/= টাকা। অপরপক্ষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বি,পি, এড শিক্ষকের মাসিক কল্যাণভাতা ২২০/= টাকা।

অতএব, বেসরকারী কলেজের শরীরচর্চা শিক্ষকদের পদমর্যাদা ও শিক্ষক ভাতার ব্যাপারে বঞ্চনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলারই বহিঃপ্রকাশ।

উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে শরীরচর্চা বিভাগের একজন শিক্ষক হিসাবে আমি বাংলাদেশ সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতেছি যে, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শরীরচর্চা শিক্ষাকে একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে গণ্য করিয়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শরীরচর্চা শিক্ষকদিগকে কলেজের অন্যান্য বিভাগের শিক্ষকদের সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হউক।

—মাইন উদ্দিন, শরীরচর্চা শিক্ষক, হাতিয়া কলেজ নোয়াখালী।